যুগান্তর

3 APR 2012
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দু'মাসের অনির্ধারিত বন্ধে ১০ মাস সেশনজটের কবলে শিক্ষার্থীরা

চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গত ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির সংঘর্ষের পর ক্যাম্পাস প্রায় দু'মাস বন্ধ থাকায় ১০ মাসের সেশনজটের আশংকা করছেন ৩০টি বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের ৬৭টি শিক্ষাবর্ষের ১২ হাজার শিক্ষার্থী। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতটি অনুষদের অধীনে ৩৮টি বিভাগ ও তিনটি ইন্সটিটিউট রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ছাত্র সংঘর্ষের কারণে দু'মাস অনির্ধারিত বন্ধ থাকায় কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ৫টি বিভাগের ৯টি বর্ষের পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে গেছে। ব্যবসায় অনুষদের ৪টি বিভাগের ৫টি বর্ষের পরীক্ষা পিছিয়েছে, জীববিজ্ঞান অনুষদের ৭টি বিভাগের ২০টি বর্ষের, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ৭টি বিভাগের ১৬টি বর্ষের পরীক্ষার তারিখ পিছিয়েছে ও ৫টি বর্ষের পরীক্ষা শুরু করেও শেষ করতে পারেনি। আইন অনুষদের ২টি বর্ষের পরীক্ষার তারিখ পিছিয়েছে ও ১টি বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়েও শেষ করতে পারেনি। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ৪টি বিভাগের ৫টি বর্ষের পরীক্ষা পিছিয়েছে। জানা গেছে, অনুষদের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের ৩য় বর্ষের ও এমবিএ কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এমবিএ কোর্সের, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ৩য় বর্ষের এবং মার্কেটিং স্টাডিজ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং বিভাগের ৩য় বর্ষের পরীক্ষা পিছিয়েছে। বিজ্ঞান অনুষদের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ২য় ও ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষা, রসায়ন বিভাগের ২য় ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরীক্ষা, পরিসংখ্যান বিভাগের ১ম বর্ষের পরীক্ষা এবং গণিত বিভাগের ২য় বর্ষের পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে গেছে। জীববিজ্ঞান অনুষদের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের ৪টি বর্ষের পরীক্ষা পিছিয়েছে। এছাড়া প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, অণুজীববিদ্যা বিভাগ মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের ৮টি শিক্ষাবর্ষের তারিখ পিছিয়েছে। কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের মধ্যে ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর, ইতিহাস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের স্পেশাল ব্যাচের ৩টি এবং ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ২টি শিক্ষাবর্ষের তারিখ পিছিয়েছে। দর্শন বিভাগের ২টি বিভাগের পরীক্ষা এবং আরবি বিভাগের ২টি বর্ষের পরীক্ষা শুরু করেও সম্পূর্ণ শেষ করতে পারেনি। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অর্থনীতি ১টি ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ২টি, সমাজতত্ত্ব বিভাগের ১টি বর্ষের লোকপ্রশাসন বিভাগের ৩টি বর্ষের পরীক্ষার তারিখ পিছিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ৪টি বর্ষের, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১টি বর্ষের পরীক্ষার তারিখ পিছিয়েছে ও ২টি বর্ষের পরীক্ষা শুরু করেও শেষ করতে পারেনি। নতুন চালু হওয়া প্রকৌশল অনুষদের দুইটি বিভাগের তিনটি বর্ষের পরীক্ষা পিছিয়েছে। এর মধ্যে ফলিত পদার্থবিদ্যা, ইলেক্ট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের ৩টি বর্ষের পরীক্ষা পিছিয়েছে। এছাড়া বন ও পরিবেশবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের দুইটি বিভাগের ৬টি ব্যাচের পরীক্ষা পিছিয়েছে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ক্ষোভের সঙ্গে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিক্ষার্থী শূন্য। এর ফলে পিছিয়ে গেছে অনেক বর্ষের পরীক্ষা। আমরা এমন অচলাবস্থা চাই না। শিক্ষার্থীরা জানান, দুই ছাত্রসংগঠনের সহিংসতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮ দিনের জন্য বন্ধের পর ক্যাম্পাস খুললেও কোন পরীক্ষা না হওয়ায় আমাদের শিক্ষাজীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। এর ফলে আমরা প্রায় ছয় মাসের সেশনজটে পড়লাম। এ ব্যাপারে চবি উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ বলেন, আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত বন্ধের ফলে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রসংগঠনগুলো একটু সহনশীল আচরণ করলে এসব সমস্যার সৃষ্টি হতো না। তিনি সবার কাছে সহযোগিতা চেয়ে এ বন্ধের কারণে শিক্ষার্থীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান।

ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির সংঘর্ষের জের